ইবলিশের গোপন কারিশমা ও আত্মা নিয়ন্ত্রণের রহস্য

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

"ইবলিশ কীভাবে আজও আমাদের মাঝে বেঁচে আছে? তার গোপন কারিশমা ও আত্মা নিয়ন্ত্রণের রহস্য"

"আপনি কি জানেন, ইবলিশ কখনো মারা যায়নি?
সে আজও বেঁচে আছে, আপনার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে...
তার সিস্টেম এত নিখুঁত যে, আপনি না জেনেই তার দাসত্ব করছেন।
এই আলোচনায় এমন এক সত্য উন্মোচন হবে, যা শুনলে আপনার আত্মা কেঁপে উঠবে।
শেষ পর্যন্ত দেখুন, নইলে আপনি অন্ধকারেই থেকে যাবেন।"

ভূমিকা:

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, **Tilismati Duniya** প্ল্যাটফর্ম থেকে আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি এক ভয়াবহ কিন্তু বাস্তব রহস্য নিয়ে। ইবলিশ — সেই সৃষ্টি, যে একটিবারও মাথা নত করেনি আল্লাহর হুকুমে — কেবল বাতিলের প্রতীক নয়, বরং এক বাস্তব অস্তিত্ব, এক অপারেটিং সিস্টেম, এক আত্মিক নিয়ন্ত্রক, যাকে বুঝতে না পারলে আপনি কখনোই নাজাত পাবেন না।

আলোচনা ১:

ইবলিশের অনন্ত বেঁচে থাকা

কুরআনুল কারিমে ইবলিশ বলেছিল:
قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ
“সে বলল, আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন।”
[সূরা আল-আ'রাফ: ১৪]

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِين

“আল্লাহ বললেন: তুই অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।”

[সূরা আল-আ'রাফ: ১৫]

অর্থাৎ ইবলিশ আজও বেঁচে আছে। আর বেঁচে থেকেই সে তার শয়তানি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে — কিভাবে?

আলোচনা ২:

ইবলিশ এখনো কীভাবে কাজ করে?

সে এখন আর আগের মতো চেহারায় আসে না। সে ঢুকে পড়ে চিন্তায়, মিডিয়ায়, সিস্টেমে, প্রযুক্তিতে। সেই কারণে হাদীসে এসেছে:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ

“নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের সাথে প্রবাহিত হয়।” **[বুখারি ও মুসলিম]**

তাহলে বুঝতেই পারছেন, সে সরাসরি আপনার ভেতরেও প্রবেশ করতে পারে। আপনি জানতেই পারবেন না কখন সে আপনার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে।

আলোচনা ৩:

প্রযুক্তি ও আধুনিক ইবলিসীয় ফাঁদ

আজকের যুগে ইবলিশের অস্ত্র হলো: ▪ সোশ্যাল মিডিয়া ▪ পর্ণোগ্রাফি ▪ মিডিয়া কনটেন্ট ▪ হারাম সম্পদ ▪ রুহানিয়াত থেকে দূরে রাখা ▪ নিজের "Self" বা "Nafs" কে দেবতা বানানো

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاه

"তুমি কি দেখোনি সেই ব্যক্তিকে, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে?"
[সূরা আল-জাসিয়া: ২৩]

আলোচনা ৪: আত্মা নিয়ন্ত্রণ ও প্রোগ্রামিং

ইবলিশ জানে মানুষের আত্মা কোথা থেকে এসেছে।

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي

"আর আমি তার মধ্যে আমার রূহ (আত্মা) ফুঁকে দিয়েছি।" **[সূরা সাদ: ৭২]**

এই রূহ-ই মানুষের মূল শক্তি। তাই ইবলিশ আত্মা-নিয়ন্ত্রণে রাখে তার শয়তানি ওয়াসওয়াসা দিয়ে।
আপনি যদি সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে নামায না পড়ে ফোন চেক করেন — তাহলে ইবলিশ ইতোমধ্যে আপনার দিনটি হাইজ্যাক করেছে।

আলোচনা ৫: সুফিবাদ ও রুহানিয়াতের ব্যাখ্যা

সুফি সাধকেরা বলেন: "ইবলিশ বাহিরের না, সে অন্তরের একটা শক্তি। একে পরাজিত করতে হলে আত্মা বিশুদ্ধ করতে হবে।"
শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,
"শয়তান মানুষের অন্তরের দরজায় কড়া নাড়ে, কিন্তু রুহানিয়াত তাকে ফিরিয়ে দেয়।"
সফল রুহানি সাধনা মানুষকে ইবলিশের ফাঁদ থেকে মুক্তি দিতে পারে। এজন্যই প্রয়োজন — নিয়মিত যিকির, আসমাউল হুসনা, তাজরবা-ভিত্তিক আমল এবং নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা।

আলোচনা ৬: ইসলামী গোপন জ্ঞানের দৃষ্টিতে ইবলিশ

ইলমুল হিকমাহ ও কারামতি জ্ঞানে বলা হয়, ইবলিশ শুধু বাহ্যিক না — সে এক শয়তানি তরঙ্গ (**demonic frequency**)। যারা নেগেটিভ এনার্জির সংস্পর্শে থাকে — হিংসা, অহংকার, পরনিন্দা, লোভ — তারা ইবলিশের ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউনড হয়ে যায়।
অন্যদিকে, যারা ধ্যান, যিকির ও রুহানিয়াতের পথে থাকে, তারা Divine frequency ধারণ করে। এই দুই তরঙ্গের মাঝে লড়াই চলছে আপনার মাঝেই।

উপসংহার

ইবলিশকে হারানো যাবে না। তাকে কেবল পরাজিত করা যাবে, প্রতিদিন।
আপনার ভেতরের ইবলিশ-সত্তাকে চিহ্নিত করুন।
জানুন — আপনি কার প্রোগ্রামে চলছেন?